. মহারানীর ঘোষণাপত্রের উপর একটি টীকা লেখ। (ব. বি. ২০০৮)

ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। মহাবিদ্রোহের জন্যে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী কোম্পানীর প্রশাসনকে দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে নিন্দা করে এর অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কোম্পানির শাসনের পতন ঘটিয়ে 'ভাইসরয়' বা রাজ প্রতিনিধির শাসন প্রবর্তনে উদ্যোগী হন। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২ অগস্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাশ হয় উন্নততর ভারত শাসন আইন (An Act for the better Government of India)। এর মাধ্যমে মহারাণীর ভিক্টোরিয়া হাতে ভারতের শাসনভার দেওয়া হয়। তবে মহারাণীর হয়ে ভাইসরয় ভারতের শাসন পরিকল্পনা করবে ঠিক হয়। সেই মতো ভারতের প্রথম ভাইসরয় নিযুক্ত হন লর্ড ক্যানিং।

Scanned with CamScanner

মহারানীর ঘোষণাপত্র: ইংল্যান্ডের মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত হয়ে এলাহাবাদে এক দরবারের আয়োজন করেন। দরবারে ২রা নভেম্বরে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি একটি ঘোষণা পত্র পাঠ করেন। এতে ভারতের কল্যাণ সাধনের কথা চিহ্নিত করা হয়—

(ক) শুধুমাত্র হিংসাত্মক কার্যে যুক্ত ব্যক্তিবৃন্দ ছাড়া সকল ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া হবে।

(খ) দেশবাসীর ধর্মীয় স্বাধীনতায় ব্রিটিশ সরকারি হস্তক্ষেপ করবে না। সকল ভারতবাসী ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে না।

(গ) স্বত্ত্ব বিলোপ নীতি আর প্রযুক্ত হবে না।

(ঘ) দেশীয় অপুত্রক রাজাদের দত্তক পুত্র গ্রহণের অধিকার দেওয়া হবে।

(ঙ) জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভারতীয়কে সমমর্যাদা দেওয়া হবে।

(চ) ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নীতি পরিত্যক্ত হবে।

(ছ) রাজন্য বর্গের পূর্ব সকল চুক্তি মেনে নেওয়া হবে।

(জ) আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নতির কথা ভেবে এ দেশে শাসন পরিচালনা করা হবে।

আসল ব্যাপারটা হলো, সবটাই শুধু প্রতিশ্রুতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যায়। সবটাই ছিল নিছক স্তোকবাক্য। ঘোষণা পত্রে বলা হয়েছিল, 'ব্রিটিশ সরকার ভারতের সাম্রাজ্য প্রসারে আগ্রহী নয়'। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এর পর সামরিক বিভাগকে নতুন করে সাজায় যাতে ভারতীয় সিপাইরা নতুন করে বিদ্রোহ করতে না পারে। একথাও বলা হয় ভারতীয়দের যোগ্যতার মূল্য দেওয়া হবে। কিন্তু নতুন শাসন ব্যবস্থা আরও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসার উর্দ্ধসীমা ছিল ২৩। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ২২, ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে ২১ ও ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ১৯। এটা করা হয়েছিল সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। তা ছাড়া বিভিন্ন উচ্চবেতনের পদগুলি ইংরেজদের জন্য একচেটিয়া করে রাখা হয়। এই সকল প্রতিশ্রুতি শুধু কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ থেকে যায়। তবুও ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা একে Magna Carta বলেছেন। আর. সি. মজুমদার এই শাসনব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন।

Scanned with CamScanner